আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো

প্রদীপ দেব

নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন প্রফেসর ইউনুস ও তাঁর গড়া প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক। জাতি হিসেবে আমাদের মাথাও আজ আকাশ ছোঁয়া। একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠানের অর্জন মুহূর্তেই হয়ে পড়েছে পুরো জাতির গৌরব। অভিনন্দন প্রফেসর ইউনুস। এরকম অসাধারণ এক সম্মান আমাদের এনে দেয়ার জন্য জাতি আজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে গর্ব করার মত বেশি কিছু নেই আমাদের। পৃথিবীর সাথে তাল মেলাতে পারছি না আমরা। ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে পড়তে অনেক ক্ষেত্রে পথ থেকেই ছিটকে বেরিয়ে আসতে হচ্ছে আমাদের। এরকম একটা দমবন্ধ হয়ে আসা অবস্থায় খুব বেশি দরকার ছিলো এরকম একটি সম্মান।

নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসের দিকে তাকালেই স্পষ্ট দেখা যায় - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগপর্যন্ত বেশির ভাগ পুরস্কার পেয়েছেন ইউরোপীয়রা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমেরিকানদের ঘরেই গেছে বেশির ভাগ নোবেল পুরস্কার। সারা পৃথিবীর প্রতিভাবানদের জন্য আমেরিকার দরজা খোলা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে আমেরিকার মত অবকাঠামো তৈরি করা অনেক দেশের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাঁদের এতবেশি নোবেল পুরস্কার পাবার এটাই প্রধান কারণ।

নোবেল পুরস্কারের জন্য কীভাবে মনোনয়ন দেয়া হয় সে তথ্য পুরস্কার ঘোষণার পরবর্তী ৫০ বছর পর্যন্ত গোপন থাকে। একবার নোবেল অর্জনের পর নোবেল বিজয়ীরা পরবর্তীতে অন্যের জন্য মনোনয়ন পাঠানোর অধিকার লাভ করেন। অন্যথায় নোবেল কমিটি যাঁদের কাছ থেকে মনোনয়ন আহবান করেন শুধুমাত্র তাঁরাই মনোনয়ন পাঠাতে পারেন। এরকম পরিস্থিতিতে যেরকম কাজের জন্য একজন আমেরিকান মনোনয়ন পেতে পারেন, একজন বাংলাদেশীকে তার চেয়ে কমপক্ষে তিনগুণ বেশি মানসম্মত কাজ করতে হয় সে মনোনয়ন পেতে। কারণ নিতান্ত বাধ্য না হলে আমাদের গরীব জাতির আবিষ্কারের প্রতি কেউ ফিরে তাকায় না। এ অবস্থায় আমাদের প্রাপ্তি যারা অনেক পায় তাদের চেয়েও বেশি।

বাংলাদেশকে যাঁরা স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছেন - তাঁদের একজন প্রফেসর ইউনুস। নিজের কাজের মধ্য দিয়েই তিনি প্রমাণ করেছেন - উন্নত জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ানোর স্বপ্ন অলীক নয়। আমাদের নতুন প্রজন্ম বড় বড় স্বপ্ন চোখে নিয়ে জেগে উঠবে, কঠোর পরিশ্রম করে স্বপ্নের বাস্তবায়ন করবে এ ব্যাপারে আজ আর কোনই সন্দেহ নেই। সাফল্যের আলো এসে ঘুচিয়ে দেবে আমাদের সকল আঁধার। রবীন্দ্রনাথের কথাগুলো আমাদের জন্য আজ উজ্জ্বল সত্য,

আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হতে আঁধার মিলালো মিলালো॥

---

১৪ অক্টোবর ২০০৬, ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া।